দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ DEC. 06 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

লেখাপড়ার সকল উপকরণের ব্যবস্থা করব, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করুন

ওবায়দুল কবির, *কুষ্টিয়া থেকে ফিরে*

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস প্রতিরোধে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

রবিবার তিনি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বলেন, অতীতে অবৈধ ক্ষমতাদখলকারীরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করেছে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নষ্ট করেছে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা। আমরা তা চাই না। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় সহযোগী সব উপকরণের ব্যবস্থা করব। নিশ্চিত

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

লেখাপড়ার সকল

(প্রথম পাতার পর)

করব সকল সুযোগ সুবিধা। বিনিময়ে চাই শিক্ষাঙ্গনে শান্ত পবিত্র লেখাপড়ার পরিবেশ। এ জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সুদৃশ্য প্যান্ডেলে আয়োজিত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, উপাচার্য অধ্যাপক কায়েস উদ্দিন বক্তৃতা করেন। সমাবর্তন বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯১ থেকে ৯৫ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ২৮০ স্নাতক এবং ২২৫ স্নাতকোত্তর, তিন এমফিল, পাঁচ পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রী প্রদান করেন। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ১৬ শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক দান করেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রাবাস এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ছাত্রী নিবাস উদ্বোধন করেন। পরে তিনি উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, রেহানা আক্তার হীরা এমপি এবং ছাত্রলীগের শাহজাহান সাজু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন।

আমাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা অখিল পোদ্দার জানান, বিরোধী দলের হরতালের কারণে প্রশাসন এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থার করে। কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ থেকে কড়া পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাসের গাড়ি যাতায়াত করেছে। ক্যাম্পাসেও ছিল কড়া নিরাপত্তা। ফলে বিরোধী দলের হরতালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপিত হয়েছে কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তে। ক্যাম্পাসের অর্ধেক ঝিনাইদহ জেলায় এবং অর্ধেক রয়েছে কুষ্টিয়া জেলায়। দুই জেলার কারণে ক্যাম্পাসে সরকারী প্রশাসন পরিচালনায় বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। জানা গেছে, এই সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন প্রশাসনিক থানা প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় জোহরের নামাজের আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। আজান শেষে আবার বক্তৃতা শুরু করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা কথা মনে পড়ল। '৯৬ সালে নির্বাচনের আগে আজকের বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া বিভিন্ন সমাবেশে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে নাকি মসজিদের আজানের ধ্বনি থেমে যাবে। শুরু হবে উলুধ্বনি। অথচ আমাদের সরকারের সাড়ে তিন বছর পরও পবিত্র আজানের ধ্বনি এখনও ভেসে আসে। দরিদ্র নিরক্ষর মানুষকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করা কোন দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের পক্ষে সম্ভব কিনা এই বিচার আমি জনগণের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পদক্ষেপের বর্ণনা দিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার বদল না হলে শাসকরা কখনও জনগণের কল্যাণে কাজ করে না। দীর্ঘ দুই দশক এই দেশে চলেছে স্বেচ্ছাচারিতা। ফলে দুর্নীতি, সন্ত্রাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। চরম অনৈতিকতা অবক্ষয় সমাজকে গ্রাস করেছে। যে কোন মূল্যে আমাদের এই অনৈতিকতা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লালন সাঁইয়ের নামে আরও একটি ছাত্রাবাস, মীর মোশাররফ হোসেনের নামে একটি একাডেমী ভবন নির্মাণের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একটি মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই ফ্যাকাল্টিতে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে তেমনি এলাকার মানুষ পাবে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা। বিপুল করতালির জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের দাবি পূরণ হলো। এখন আপনাদের প্রতি আমার দাবি হচ্ছে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দূর করে লেখাপড়ার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের সমাবর্তন অনুষ্ঠান যাতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় এই আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী তার দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার বক্তৃতা শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রধান গবেষণালয়। জনগণের দেয়া কর থেকে এই বিশাল ব্যয়ভার বহন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মের মাধ্যমে নিশ্চয়ই জনগণকে এর প্রতিদান দিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কায়েসউদ্দিন তাঁর বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিভিন্ন দাবিদাওয়া উত্থাপন করে বলেন, প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা সেশন জটহীন, সন্ত্রাসমুক্ত আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এটি বেশ কঠিন কাজ। তবুও আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হবে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় দেশের উচ্চশিক্ষা প্রসারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে বলেন, আজ দেশে উচ্চ শিক্ষিতের চেয়ে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বেশি। উপযুক্ত পরিবেশ নেই, শিক্ষক নেই, প্রয়োজনীয় স্থাপনা সুবিধাও নেই। শিক্ষার্থী বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি অনেক শিক্ষকের যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত নয়। অনেকে ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে অন্য কাজ করতে বেশি আগ্রহী। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তিনি উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা না করেও বলেন, এরচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে তিনি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বহুল প্রচলনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।